

পিলে হামলার জন্য জারি করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে এনআইএ এবং একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার সহায়ত জরি করা হয়েছে। জিই হামলার সর্বশেষ খবর বৈসরন উপত্যকায় যে ১০ দিন আগে হয়েছে, তা সামগ্রিক পরে একটি অংশ মাল্য বর্তমানে পাওয়া বর অনুসারে জম্মু-শীনগর জাতীয় এবং একাধিক বড় জাতীয় সড়ক এবং রাস্তার উপরে হামলার পরিকল্পনা সেই কমুনিয়ন নিরাপত্তার খাতিরে ই জম্মু-শীনগর জাতীয় সড়কে কিছু রাস্তার অন্তর মোতায়েন করা হয়েছে। এক জওয়ান বিভিন্ন জায়গায় নাকা তলবি করে চলেছে চৌকি। চৌকিগণের রয়েছে কাম্বীর পুলিশ এবং এক। চলেছে বিভিন্ন ধরনের চৌকি। এক, মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চলেছে চলেছে সব গাড়ি এবং বাইরেই সব মিলিয়ে জম্মু-শীনগর এই উপত্যকায় আটটি বন্দুকে থিয়ে ফেলা উপত্যকা জুড়ে চলেছে চিকিৎসা তত্ত্বাবধি।

সনাতন ঐতিহ্যকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে জগদগুরু আদি শঙ্করাচার্যর কথা স্মরণ শাহর

নয়াদিল্লি, ২ মে ঃভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় জগদগুরু আদি শঙ্করাচার্য জি। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে অসীম শুভেচ্ছা জানাই। শুক্রবার এজ্ঞবর্তায় তাঁকে এভাবে শ্রদ্ধা জানানেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিতবাবু লিখেছেন, শৈশব থেকেই পাণ্ডিত্য এবং কৌতূহলে পরিপূর্ণ আদি শঙ্করাচার্য অদ্বৈত বেদান্তের দর্শন দিয়ে ভারতীয় জ্ঞান ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন।জগদগুরু খুঁচ অল্প বয়সে দেশের চার কোশে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সৌরবয়সী জীবনকাহিনী সকলের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। ভারতীয় সংস্কৃতির অনন্য প্রতীক, আধ্যাত্মিক একোের ধারক জগদগুরু, আমাদের সংস্কৃতি রক্ষার পথে অনন্তকাল ধরে দিকনির্দেশনা দিয়ে যাবেন বলেন।

৪০০ ‘দেবী’ ই-বাসের সূচনা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ মে ঃ শুক্রবার দিল্লি ইন্টারকানেক্টর ডেভিল্‌কেল ইন্টারকানেক্টর (ডিইভিআই) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃশক নাল্লা ডিভিটি বাস ডিপো থেকে ৪০০টি ই-বাসের সূচনা করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেन्द्र প্রধান।সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ আমরা দিল্লির জনগণের হাতে ৪০০টি ‘দেবী’ ই-বাস তুলে দিয়েছি। এর ফলে দিল্লির পরিবহন ব্যবস্থা উপকৃত হবে। রাস্তায় দেবী ই-বাস চালানোর ফলে দিল্লির দূষণের মাত্রা কমেবে। তিনি বলেন, আজ আমরা ৪০০টি বাস দিয়েছি এবং এই বছরের শেষে দিল্লির রাস্তায় ২০৮০টিবাস চলেবে।

কোনও অজুহাত আর কাজে দেবে না, দিল্লি সরকারকে কটাক্ষ এএপি-র সৌরভের



নয়াদিল্লি, ২ মে ঃশুক্রবারের ভারী বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে দুর্দশার শিকার হয়েছেন দিল্লিবাসী। সরেজমিনে রাস্তায় নেমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। পূর্ববদে আম আদমি পার্টির সরকারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্যা মিটতে সময় লাগবে। এবার দিল্লি সরকারকে আক্রমণ করলেন আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ। শুক্রবার কটাক্ষ করে সৌরভ বলেছেন, কোনও অজুহাত আর কাজে লাগবে না।সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, এখন অজুহাত আর কাজ করবে না, দিল্লিতে ৪টি ইঞ্জিনের সরকার আছে - কেন্দ্রীয় সরকার, এলাজি (উপ-রাজ্যপাল), দিল্লি সরকার এবং এমসিডি, এক মা আসে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছিলেন, ২০২৫ সালে দিল্লিতে কোনও জল জমবে না, কিন্তু শুক্রবার স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক জায়গায় জল জমে গিয়েছে।

ফিরোজাবাদে বজ্রাঘাতে মৃত্যু দুই মনরেগা কর্মীর, আহত একজন

ফিরোজাবাদে, ২ মে ঃঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মাঠে কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে প্রাণ হারালেন দুই মনরেগা কর্মী। এছাাও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদের নাসিরপুরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে শুক্রবার সকালে মাঠে কাজ করছিলেন ১৫ জন মনরেগা কর্মী। সেই সময় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে দু'জন মনরেগা কর্মীর, একজন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে গেল কেদারনাথ মন্দির, বিপুল ভক্তের সমাগম



আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কেদারনাথ মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে শ্রী কেদারনাথ ধাম চত্বরে এসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই

খুলে দেওয়া হয় কেদারনাথ মন্দির।

মন্দির চত্বরে এদিন সকালে

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন

করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্কর সিং ধামি

বলেছেন, ৩০ এপ্রিল অক্ষয়

মাধ্যমিকে প্রথম রায়গঞ্জের অদৃত, এবার পাশের হার ৮-৬.৫৬ শতাংশ



প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৬, শতাংশের নিরিখে ৯৯.৪৬ শতাংশ। রায়গঞ্জ করনেশন উচ্চ বিদ্যালয়।দ্বিতীয় স্থানঃ১) অনুভব বিশ্বাস। রামকৃষ্ণ মিশন চিবেকানগড় বিদ্যামন্দির, মালদা। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৪।২) সৌম্য পাল। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর হাইস্কুল। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৪।তৃতীয় স্থানঃ১) ঈশানী চক্রবর্তী। বাঁকুরা কোতুলপুর সরোজ বাসিনী বালিকা বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৪।চতুর্থ স্থানঃ১) মহঃ সেলিম। নিরোেল উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২।২) সুপ্রতীক মামা। কন্টাই মডেল ইনস্টিটিউট। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২।পঞ্চম স্থানঃ১) সিনচান নন্দী। গৌরহাটি হরদাস ইনস্টিটিউট। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১।২) চৌধুরী মহঃ আসিকা কামারপুকুর আর.কে.মিশন মাল্টিপারপাস স্কুল। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১।৩) দীপ্তিজি ঘোষ। ইটানুনা শ্রী নারায়ণ ইনস্টিটিউশন। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১।৪) সোমতীর্থ করণ। নরেন্দ্রপুর আর কে মিশন বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১।ষষ্ঠ স্থানঃ ১) অউনচ দে। ফালাকাটা উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০।২) জ্যোতি প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০।৩)

২০৪১ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত তৈরির জন্য উদ্ভাবনই মূল চাবিকাঠিঃএস জয়শঙ্কর

মুম্বই, ২ মে ঃবিকশিত ভারত তৈরির জন্য উদ্ভাবনই মূল চাবিকাঠি। জোর দিয়ে বললেন বিশেষমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। গত শুক্রবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়েভস ২০২৫ সামিটের দ্বিতীয় দিনে এস জয়শঙ্কর বলেছেন, পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার শক্তিশালী সাংস্কৃতিক মাত্রা রয়েছে, বিশ্ণু অভিনিহিত এবং মূলত বৈচিত্র্যময় এবং বহুত্ববাদ অতীতে উপনিবেশবাদ এবং বৃহ শক্তির অধিগতা উভয়ের দ্বারা দমন করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থারকে গণতন্ত্রীকরণ করতে, আমাদের উন্নীত, পরম্পরা, ধারণা এবং স্বজনশীলতার প্রতি চক্চব্বর দিতে হবে। প্রযুক্তির শক্তিকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর

জল জমে দুর্দশা দিল্লিতে, বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা

নয়াদিল্লি, ২ মে ঃ দিল্লির বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির জল জমে চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন দিল্লিবাসী। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শুক্রবার সকালে দিল্লির মজন্ কা টিলা পরিদর্শন করেছেন, জল জমে যাওয়া সমস্যা পর্যালোচনা করেছেন, বর্ষা-পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং জল জমার সমস্যা সমাধানের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।ভারী বৃষ্টিপাতের পর দিল্লির কিছু অংশে জল জমে যাওয়ার বিষয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, পূর্ববর্তী সরকারের কাছ থেকে আমরা যে রোগটি পেয়েছি, তা নিরাময়ে সময় লাগবে এবং আজ

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সেই রাস্তাগুলি দিয়ে যাচ্ছেন যেখানে হাজার হাজার দিল্লিবাসী যানজটে আটকে আছেন এবং সরকার এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সময়মতো এই সমস্ত ব্যবস্থা িক করা আমাদের দায়িত্ব।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা টুইট করে জানান, আমি বৃষ্টির কারণে মজন্ কা টিলা-সহ দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় জল জমে যাওয়া পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছি। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। দিল্লি জুড়ে জলাবদ্ধতার জায়গাগুলি চিহ্নিত করার এবং সমাধান নিশ্চিত

‘২১-এর এই ‘অভিশপ্ত ও মর্মাস্তিক দিন’-এর স্মৃতিচারণে মন্ত্রী সুকান্ত

প্রান্তে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নৃশংস, পেশাটিক সহিসতার শিকার হন।এই দিনেই, শাসক দলের নির্দয় ও বর্বর গুস্তার ব্যাপক নৃশংসতা চালালে শত শত বিজেপি কর্মী জীবনের ভয়ে তাঁদের পরিবারের সাথে বাড়ির ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। লজ্জা ও ক্রোদও সংঘম ছাড়াই নারীদের প্রকাশ্যে অসম্মান করা হয়েছিল।তবুও, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নীরব ছিলেন। গণতন্ত্রের হত্যার সহযোগী হয়ে অকার্যকর রাজ্য পুলিশ নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। যখন

এই নরকীয় ডয়্যাবহতা তাদের চোখের সামনে হয়েছিল, কোনও পদক্ষেপ নিতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল।বাংলার মানুষ চিরকাল তৃণমূল কংগ্রেসের ২২ মে ২০২১ তারিখে রক্তপিপাসু এবং অনিয়ন্ত্রিত নির্বাচন-পরবর্তী সন্ত্রাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠুর শাসনকালে, পশ্চিমবঙ্গ অনাচারের জায়গায় পরিণত হয়েছে।আজও, শত শত নীরহ বিজেপি কর্মী পরিবার ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। এই দিনে, আমরা শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের করা নির্বাচন-

তৃতীয়ার দিন চারঘন্টা যাত্রা শুরু হয়েছে, আজ থেকে দুই দিন পর, ভগবান বদ্রীনাথ বিশালের মন্দিরের দরজাও খুলে যাবে এবং যাত্রা পুরোদমে শুরু হবে। আমরা চেষ্টা করেছি, যাতে ভক্তদের যাত্রা নিরাপদ থাকে এবং যাত্রার সময় তারা কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হন এবং এর জন্য আমরা যথাযথ ব্যবস্থা করেছি। মুখ্যমন্ত্রী ধামি আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি বাবা কেদারনাথের একজন বড় ভক্ত। এখানে তাঁর নামে প্রথম পূজো হয় এবং এবারও পূজাসম্পন্ন হয়েছে।ঈশ্বর তাঁকে সুস্থ রাখুন। তিনি যেন সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হন।

বিবেকানন্দ বিদ্যামণ্ডির। প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮।৭) সূত্রা সিংহমহাপাত্র। বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮।৮) অরিজি মণ্ডল। রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাবন। প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮।৯) স্পন্দন মৌলিক। রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাবন। প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮।অন্যদিকে প্রকাশিত হল মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পর্ষদ সচিব।মাধ্যমিকে পাশের হারে শীর্ষে পূর্ব মেদিনীপুর। তার পর যথাক্রমে কালিম্পং, কলকাতা এবং পশ্চিম মেদিনীপুর রয়েছে। গত বারের তুলনায় পাশের হার সামান্য বেড়েছে। এ বছর মাধ্যমিকে পাশের হার ৮-৬.৫৬ শতাংশ। গত বার ছিল ৮-৬.৩১ শতাংশ। পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, এ বছর মাধ্যমে প্রথম দশে আছে ৬৬ জন। তবে প্রথম দশেই এক জনই। প্রথম তম্বে রয়ে রায়গঞ্জের অদৃত সরকার। সে পেয়েছে ৬৯৬। এ বছর মাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থানে আছে দু’জন। মালদার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের অনুভব বিশ্বাস (৬৯৪) এবং বাঁকু ডা বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের সৌম্য পাল (৬৯৪)।উল্লেখ্য, চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয় ১০ ফেব্রুয়ারি, শেষ হয় ২২ ফেব্রুয়ারি। মোট ৬৯ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করা হল। এ বারের পরীক্ষা ২,৬৮৩ কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছিল। ৪২৩ জন কাস্টোডিয়ান প্রশ্নপত্রের দায়িত্বে ছিলেন খবর সূত্র জানান।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা মমতা, শুভেন্দুর

কলকাতা, ২ মে ঃশুক্রবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের এজ্ঞবর্তায় শুভেচ্ছা জানানেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন! আগামীদিনে তোমরা আরো সফল হবে - এই প্রত্যাশা আমি রাখি।তোমাদের জীবনের এই স্মরণীয় দিনে, আমি তোমাদের বাবা-মা, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তাঁদের সমর্থন ও পথনির্দেশই তোমাদের এই সাফল্যকে সম্ভব করে তুলেছে।যারা আজ ভালো ফল করতে পারেনি তাদের বলব কৃতান্ত হবেনা। চেষ্টা করো। আগামীদিনে সাফল্য আসবেই।তোমাদের সকলকে আরো একবার আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ ও শুভকামনা জানাই। ভালো থেকেই সকলোশুভেদুর্বাবু লিখেছেন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র ছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। তোমাদের সকলের ভবিষ্য উজ্জ্বল হোক, জীবনের সব পরীক্ষায় তোমরা সফল ভাবে উত্তীর্ণ হও এই কামনা করি। আগামী দিনের জন্য আন্তরিক শুভ কামনা রইল।

ভারী বৃষ্টি দিল্লিতে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার



নয়াদিল্লি, ২ মে ঃশুক্রবার ভোররাত থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় রাজধানীতে। বৃষ্টি এতটাই হয়েছে যে দিল্লির নানা স্থানে রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। বিগ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবা। এই নিয়ে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, শুক্রবার ভোরে হঠা করেই আমার ঘুম ভেঙে যায়, তখন ভোর প্রায় ৪ঃ১৫ মিনিট। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বজ্রপাতের তীব্র শব্দ, বাইরে একটানা বিদ্যু চমকচ্ছে। বারাদায় এসে দেখি প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। তারপর থেকে আমি আমার কোনে ক্রমাগত পরিস্থিতির আপডেট নিয়ে চলেছি। বৃষ্টির ফলে কোন কোন এলাকায় জল জমেছে, কোন কোন এলাকায় যানজট তৈরি হয়েছে এবং কোথায় কোথায় গাছ ভেঙে পড়েছে তা খতিয়ে দেখছি। এছাড়াও সংবাদমাধ্যম এই পরিস্থিতির খবর দিচ্ছে, অন্যদিকে আমার সহকর্মীরাও সক্রিয়ভাবে ওইসব এলাকায় উপস্থিত রয়েছেন।উল্লেখ্য, দিল্লির পন্ডিত পন্ত মার্গ, শান্তি পথ, আইটিও, লাজপত নগর প্রভৃতি এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এছাড়াও ভারী বৃষ্টিতে ভিজেছে দিল্লির আর কে পুরম। দ্বারকা আন্তারপাসে জল জমে গিয়েছে, জল জমেছে মিত্রে গ্রিজ জলভারিপাসেও। আর কে পুরমের মেজর সোমনাথ মার্গ-সহ দিল্লির কিছু অংশে প্রবল বাতাস ও বৃষ্টিপাতের ফলে গাছপালা উপড়ে পড়েছে। এদিন তীব্র বাতাসের জেরে দ্বারকার খারখারি খাল গ্রামে খামারে নির্মিত একটি টিউবওয়েল ঘরে গাছ ভেঙে পড়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, এই ঘটনায় একজন আহতও হয়েছেন।

রামমন্দিরের সমস্ত নির্মাণ কাজ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবেঃনৃপেন্দ্র মিশ্র



অযোধ্যা, ২ মে ঃ রামমন্দিরের সমস্ত নির্মাণ কাজ এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। শুক্রবার এমনটাই জানানেন শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র। তিনি বলেছেন, ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমানা প্রাচীর ও অভিটোরিয়াম নির্মাণ ছাড়া, বাকি সমস্ত নির্মাণ কাজ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হরেনা।নৃপেন্দ্র মিশ্র আরও বলেছেন, পারকোটায় ৬টি মন্দির এবং পারকোটার বাইরে সাতাট মন্দির রয়েছে। ৫ জনের কর্মসূচি হল মন্দিরগুলিতে রীতিনীতি মেনে পূজার্চনা করা। এটি ৩ জুন থেকে শুরু হবে এবং ৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে। এরপরে, ট্রাস্ট সিদ্ধান্ত নেবে কোন তারিখে ভক্তরা প্রথম তলায় যাবেন। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে, পাসের মাধ্যমে প্রতিদিন ৭৫০ জন ভক্ত প্রথম তলায় যেতে পারবেন। প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৫০ জন ভক্ত প্রথম তলায় রাম দরবার পরিদর্শন করবেন।নৃপেন্দ্র মিশ্র আরও বলেছেন, জয়পুরে তৈরি প্রতিমাটি গর্ভগৃহে স্থাপন করা হবে। প্রতিমাটি ২৩ মে আসবে এবং রীতি অনুসারে পূজা করা হবে। আমার অনুমান যে, আগস্ট বা সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে মূল মন্দিরটির কাজ সম্পন্ন হবে এবং নভেম্বরের শেষের দিকে প্রাচীর হয়ে যাবে। তবে, এটি একটি অনুমান। উপরের অংশে সোনার কাজ করতে হবে, যা এখন চলছে এবং জুলাইয়ের শেষের দিকে সম্পন্ন হবে।

মাধ্যমিকে তৃতীয়, গবেষণা করতে চায় বাঁকুড়ার কোতুলপুরের ঈশানী চক্রবর্তী



বিষ্ণুপুর, ২ মে ঃচলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় হয়েছেন বাঁকুড়ার কৃতী ছাত্রী ঈশানী চক্রবর্তী। বাঁকুরা কোতুলপুর সরোজ বাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ঈশানী। ভবিষ্যতে গবেষক হতে চায় ঈশানী। গবেষণা করার লক্ষ্যই রয়েছে। ঈশানীর বাবা হীরালাল চক্রবর্তী ও মা সোনালি মণ্ডল। তারা দু’জনেই কোতুলপুর হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা। মেধাতালিকায় নাম থাকবে সেটা ভাবতেই পারেনি ঈশানী। এই ফলে খুবই খুশি সোতাত এই সাফল্যের পিছনে বাবা-মা, গৃহশিক্ষক ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবদান রয়েছে বলেই জানিয়েছেন ঈশানী। ঘণ্টা ধরে না, সকালে উঠেই কোন দিন কোন বিষয় পড়তে হবে সেটা ঠিক করে নিত সে। তারপরে সেই বিষয়গুলি পড়তে যতক্ষণ সময় লাগত ততক্ষণ পড়াশোনা করত বলেই জানিয়েছে মাধ্যমিকে কৃতী এই ছাত্রী।

দুরন্ত বার্তা

ঋষি রামানুজাচার্যর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অমিত শাহর



নয়াদিল্লি, ২ মেঃ মহান ঋষি শ্রী রামানুজাচার্য জি-র জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি রামানুজাচার্য জি লক্ষ লক্ষ মাধ্যমিক ভক্তির পথে পরিচালিত করেছিলেন। শুক্রবার এজ্ঞবর্তায় তাঁকে এভাবে শ্রদ্ধা জানানলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু লিখেছেন, সাম্য, ন্যায়বিচার এবং আত্মত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে একটি সমতাবাদী সমাজ গড়ে তুলেছিলেন রামানুজাচার্য জি। তাঁর জ্ঞান আমাদের ভালোর পথ আলোকিত করে চলবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৯বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,শনিবার, ইংরেজীঃ৩মে ২০২৫, ৫৩৯ চৈতন্যদ্ব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৮ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সান্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৭ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৬বৈশাখ ১৯৪৭, মেতেঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজানঃ ১৯৪৬ হিজরীঃ২৯ উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ ৪৮(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ তিথিঃ আষাঢ়্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তক্ষত্রঃ উত্তরভাদ্রপদ ০৮ঃ২২ঃ১৪ঃ৩ দং ৩৬৫২৮.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃমাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তু্য যোগঃব্রহ্ম রাহিঃ১২ঃ ১২ঃ৪৩ঃ২৯ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫ঃ৪৬ঃ৬ পর্যন্ত এবং রাহিঃ ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৪০ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ৫০ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ১৫ঃ৪০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৬ঃ৩৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাহিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত।কালরাহিঃ ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহঃসূর্য (সূর্য উদয় কালীঃ)৫রাবিঃ১১ঃ৫৯ঃ১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ১১ঃ২০ঃ৬২৩ (২৭) ৫ পদচন্দ্রঃ২২ঃ৬৫ঃ৪৭ (৭) ৩ পদবৃহঃ১১ঃ৩২ঃ৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহশ্চতিঃ১২ঃ১১ঃ২২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০ঃ২৭ঃ৩৯ঃ১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০ঃ২৭ঃ১১১ (২৫) ৩ পদ রাহঃ১১ঃ৪৫ঃ১৯ (২৬) ১ পক্ষকুঃ ৫ঃ৫৫ঃ৫১ (১২) ৩ পদবৃহ বক্রিঃ শুক্র বক্রিঃলাগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ০৯ঃ৪৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্রি ১১ঃ২ঃ২ঃ ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৪ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

তীব্র দহনজ্বালার মধ্যে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস, রবিবার থেকে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গওে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ০৪ মে এবং উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ৭০ এপ্রিল পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তার আগে শনিবারও অসহ্য গরম সহ্য করতে হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাকে। ঘর্মান্তক গরমে রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার মতো অবস্থা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৫-৮মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।জোয়ার-সকাল ০৭ টা ৫১মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫১ মিনিট। ভাটা-সকাল ১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৪মিনিট। সূর্যঃ উদয়ঃ সকাল ৫টা ০৫মিনিট এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৫মিনিটে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বাৰ্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৫২ সংখ্যা শনিবার ১৯ বৈশাখ ১৪৩২

সমাজ সংগঠক আনন্দমোহন বসু

ব্রিটিশদের শোষণ আর শাসনকে অতিক্রম করে এক তরুণ বঙ্গসন্তানের ইংল্যান্ডের গণিত শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ‘র‍্যাংলার’ উপাধি লাভ সেই সময়ের প্রেক্ষিতে মোটেই সহজ ছিল না,কিন্তু আনন্দমোহন বসুর পাণ্ডিত্য এতটাই উচ্চমাণীয় প্রতিভাকে দিয়েই রাখা যায়নি,বরং বলা শ্রেয় তার সাফল্য আসলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতের মানুষের এক বিপুল বিজয়।
সবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক ‘র‍্যাংলার’-এর আসল সংজ্ঞাটা কি। কারণ এই শব্দটির সাথে আমরা হয়ত অনেকেই সম্যক ভাবে পরিচিত নই। ইংল্যান্ডের বিশ্ববন্দিত বিশ্ববিদ্যালয় কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির গণিত শাস্ত্রের সর্বোচ্চ উপাধি হল ‘র‍্যাংলার’ মেধাবী আনন্দমোহন বসু প্রথম ভারতীয় তথা বাঙালি যিনি ১৮৭৪সালে গণিতের তিনটি পরীক্ষা দিয়ে প্রতিবারই সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ‘র‍্যাংলার’ উপাধি অর্জন করেছিলেন। ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ১৮৬২সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। কলকাতায় এসে ভর্তি হলেইন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান পরীক্ষায় আনন্দমোহন বসুর সাফল্য সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।এফ.এ. ও বি.এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার অসাধারণ রেকর্ডের জন্ম ১৮৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছিলেন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ সৃষ্টি। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি পাড়ি জমালেন বিদেশে,গুন্ডবা ইংল্যান্ড,সাবজেক্ট গণিতশাস্ত্র। শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক আনন্দমোহনকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে বাঙালি জাতি। নারীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে তিনি সকলকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান। ১৮৭৬ সালে কলকাতায় ‘বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই বিদ্যালয়টিকে অবশ্য বেথুন স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৭৯ সালে আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতার সিটি কলেজ,বাংলাদেশের। আনন্দমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তিনি ‘বঙ্গমহিলা মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে পরে অবশ্য বেথুন স্কুলের সংযোগ ঘটানো হয়। বেথুন স্কুলের দুই ছাত্রী কাদম্বিনী বসু ও সরলা দাশ, আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাসের বিশেষ উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ টেস্ট পরীক্ষায় অংশ নিতে পেরে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হলেন। ১৮৭৮ সালে প্রথম মহিলা হিসেবে কাদম্বিনী বসু এন্ট্রান্স পাশ করার গৌরব অর্জন করেন। কার্ভা এভাবেই বাংলায় নারী শিক্ষার দুরার খুলে যায়। এরও কিছু পরে আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের আন্দোলনে ১৮৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের দাবি মেনে নেয় এবং ১৮৮২ সালে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমহীদ বসু প্রথম মহিলা স্নাতক হবার গৌরব অর্জন করেন। ‘বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল’ কমিটির মাধ্যমে আনন্দমোহন বসু ১৮৮১-৮২ সালে ছাত্রীদের জন্য হোস্টেলেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার বয়স কমিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবারের মঞ্চ বিশাল সন্দেহনাথ বসুরাণ্যাব্যায়ের উদ্যোগে শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলকমল মিত্র প্রমুখের সহায়তায় ১৮৭৬-এর ২৬ জুলাই ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ বা ‘ভারতসভা’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনের প্রথম সম্পাদক ছিলেন আনন্দমোহন বসু।

আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ

ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির দিন জেলে উপস্থিত থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ সেন এবং ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ সেন। মফঃফরপুর থেকে প্রকাশিত ‘বঙ্গদীপ পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, লিখেছেন - বাঙালী ইহুয়া এই প্রথম দেখিলাম বাঙালী বীরের প্রকৃত মূর্তি। প্রফুল্ল চলিয়া গেল এখন ক্ষুদিরামের বিচার হবে। দায়রা আদালতে আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ সেন। সত্য শহীদ প্রফুল্ল চাকীর পুলিশের তোলা চিত্র দেখেছেন,কপালের উর্ধ্বদিকে একটি ও বাঁ দিকের বৃক্রেণ ওপর দিকে একটি গুলি প্রবেশের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। তিনি লিখেছেন -এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, কি অমিত বীর্য আর মনের বল থাকিলে মানুষ নিজের শরীরে দুইবার গুলি লাগাইতে পারে। কি প্রশস্ত নিটোল প্রলাভ ছিল প্রফুল্লর। আর বন্ধদেহে কি উন্নত ও বিস্তৃত। বাঙালী ইহুয়া এই প্রথম দেখিলাম বাঙালী বীরের প্রকৃত মূর্তি। প্রফুল্ল চলিয়া গেল এখন ক্ষুদিরামের বিচার হবে,তাহার আয়োজন হইতে লাগিল, আমরাও তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এই কার্যে উৎসাহ ও সাহস লইয়া আসিলেন কালিদাস বসু উকিল মহাশয় নিজের বর্ণনায় শহীদ ক্ষুদিরাম বসু যার নাম বাঙালিদের মনে অটল আসলে তিনি প্রফুল্ল চাকী। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের দুঁদে সাব ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জী ছুটিতে থাকা সত্ত্বেও মোকামাফাতে তাঁকে প্রেফতার করার সময়ে তিনি আত্মহত্যা করে শহীদ হয়েছিলেন। প্রচলিত মত ! অথবা ব্রিটিশ পুলিশের তত্ত্ব এটি। রোমন্থরক সেই বীরগাথা শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ সেন। ‘ক্ষুদিরামের ফাঁসি – এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ’ শীর্ষক নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছিলেন সম্ভবত ১৯৪৭সালে। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী সমস্তিপুর মজঃফরপুর থেকে বক্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। একটি রেলের কর্মচারীর বাড়ী ছিল শহরের পশ্চিমপ্রান্তের মাঠের দিকে। ক্ষুদিরাম আইনজীবীদের বলেছিলেন তারা বোমা নিক্ষেপ করে রেলের রাস্তা ধরে চলতে থাকেন সমস্তিপুুরের দিকে। সকালবেলা পুষা স্টেশনের কাছে নির্জন আমবাগানে লুকিয়ে থাকলেন। এদিকে রেলের পুলিশের লোক সব স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল,এবং তারা সাধারণ পোশাকে ছিল। ক্ষুধায় কাতর প্রফুল্ল ক্ষুদিরাম কে পাঠিয়েছিলেন স্টেশন সন্ধ্যা একটা দোকান থেকে কিছু মুড়ি কিনে আনার জন্য। ফাঁসির হাত থেকে ক্ষুদিরাম বসুকে রক্ষা জন্য আইনী লড়াই করেছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার

সাধক রামপ্রসাদ



শ্যামা সঙ্গীতের পাঠস্থানে পরিণত হতে শুরু করলো। শ্যামা সঙ্গীত থারা ব্যাপী ছড়িয়ে পড় তে থাকলো। সাধক রামপ্রসাদ অপূর্ব শ্যামা সঙ্গীত রচনা ও গান গেয়ে ভক্তদের মুগ্ধ করতে থাকলেন। ক্তিগীতির ওপর নির্ভর করে বাংলার সঙ্গীত দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন রামপ্রসাদ। তিনি ভক্তি রস দিয়ে মানবের সাধনা করতে শুরু করলেন। তিনি প্রথম দেখালেন যে মা কালী ভয়ঙ্কর হলেও তিনি কষ্টে ভক্তি রসের দ্বারা আচ্ছাদিত। তিনি প্রেম রসে আত্মত। মা কালীকে ভক্তিরস দিয়ে গান রচনা করে সাধক রাম প্রসাদ গান লিখতে শুরু করলেন।

চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞান-প্রীতি লাভ করেছিলেন শিশু শিল্পী ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এবং পিতা কবি সুকুমার রায়ের কাছ থেকেই

রবীন্দ্রকুমার শীল

‘ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞান চর্চার শুরু পড়েছে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়েননি। তাহলে তিনি কি করে এত সুন্দর বিজ্ঞান নিয়ে গল্প রচনা করতে পারলেন? তিনি বেরকমভাবে কল্প বিজ্ঞান রচনা করেছেন বাংলায় তা আর কোনও লেখকের পক্ষে সহজ হয়নি। তিনি কল্প বিজ্ঞান রচনা করে



মুদ্রণ শিক্ষা গ্রহণ করতে।বিজ্ঞানকে সামনে রেখে তিনি বহু ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছিলেন। শিশু শিল্পী উপেন্দ্র কিশোর বহু বিজ্ঞানীদের জীবনী লিখে গিয়েছে। সুকুমার রায়ও বিজ্ঞান চর্চা বাংলায় বৃদ্ধি করার জন্য বিজ্ঞানীদের জীবনী লেখেন। চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় বহু কল্প বিজ্ঞান কাহিনী লিখছেন। তিনি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু চরিত্র নির্মাণ করে বহু কল্প বিজ্ঞান রচনা করেন যা আজকের যুগের বিজ্ঞান পিপাসু পাঠকদের মুগ্ধ করে। সত্যজিতের রঙের মধ্যে ছিল বিজ্ঞান। সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ রচনা প্রকাশ করা হল)

রবীন্দ্র কুমার শীল

কবি সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিৎ রায় যে বিজ্ঞান ভক্ত হবেন সেটা আর না বলাই ভালো। পিতার ঠাকুরদার রক্ত তাঁর ধমনীতে বইছে। সত্যটিৎ রায় শিল্প নিয়ে শান্তিনিকেতন পড়াশুনা করছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করেছেন। সত্যজিৎ রায় যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলেন তখন সেখানে শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত নন্দলাল বোস, অবিদ্রনাথ ঠাকুর এবং অঙ্ক শিল্পী বিনোদ বিহারী। বিনোদ বিহারীকে কলাভবনে ছাত্র করার আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরোধে বিনোদ বিহারীকে ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করে নেন নন্দলাল বোস। কবি সুকুমার রায় বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন।

বাংলা তথা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন শিমলা স্ট্রিটের বাসিন্দা মামা দে

বিশেষ প্রতিবেদক

‘এই ভাই যারা দেখকে চলে, আগে ভি নেহি পিছে ভি, ডায়ে ভি নেই বায়ে ভি, উপার ভি বৈি নিচে ভি’- ‘মেরা নাম জোকার’ ছবির এই গানটি রাজ কাপুর আর কাউকে দিয়ে গাওয়ানোর সাহস দেখাননি। মুকেশকে দিয়ে তিনি বহু গান গাইয়েছেন। কিন্তু মামা



দে ছাড়া এই গানের আর কেউই চমক আনতে পারবে না সেটা কিন্তু দক্ষ পরিচালক রাজকাপুর বুঝতেন। সেই কারণে তিনি ‘মেরা নাম জোকার’ ছবির এই গানটি মামা দে’কে সন্মানের সঙ্গে ডেকে নিয়ে তাঁর ছবিতে গাইয়েছিলেন। পরিচালক রাজ কাপুর মামা দে’কে খুব সন্মান দিতেন। তার একটি মাত্র কারণ গানের জাদুকর ছিলেন মামা দে। সুরের আর একজন জাদুকর ছিলেন মুম্বইতে তিনি শর্চান কর্তা। সবাই তাঁকে শর্চান দেব বর্মন নামে চিনতো বা এসডি বর্মন নামে বলে জানতো। মামা দে যখন মুম্বইতে তখন সেখানকার সিনেমা জগতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে বহু দক্ষ বাঙালি শিল্পীরা। তারা ছাড়া সেই সময়ে মুম্বইতে

গিয়েছে। তারপরে তাদের আর কোনও পরিবারের সদস্যরা ছাপাখানা নির্মাণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। যাই হোক আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞান চর্চা। সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞান চর্চার সাফল্য এসেছে প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্র সৃষ্টি করে। সত্যজিৎ রায় যখন বাংলা চলচ্চিত্র করতে শুরু করে দিয়েছেন তখন পাশ্চাত্য দেশে কল্প বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। যদি বাংলায় কল্প বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা করে নাম করেছেন কথা সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রচিত ‘চাঁদের পাহাড়’ কল্প বিজ্ঞানের একটি উজ্জ্বলতম সাহিত্য সৃষ্টি। পরিচালক সত্যজিৎ রায় তখন গল্প রচনা করতেন। তবে সিরিয়াসভাবে কল্প নিয়ে কোনও ভাবনা চিন্তা করতেন না। ‘পথের পাঁচালি’, ‘অপূর সংসার’, ‘অপরাজিতা’ ছবি করার পরে তিনি কল্প বিজ্ঞান চর্চার মনোনিবেশ করতে শুরু করেন। তখনও প্রোফেশর শঙ্কু চরিত্র সৃষ্টি হয়নি। বাংলা সাহিত্যে কল্প বিজ্ঞান চরিত্র ঋতুশর্চাচ কলেজের অধ্যাপক ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর আবির্ভাব ১৯৬১ সালে। ‘সদেশ’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’। সুতরাং থেকে সব পাঠকের মনকে জয় করে নেয়। সত্যজিৎ রায় শিল্প নিয়ে পড়াশুনা করলেও পিতার রক্ত তাঁর ধমনীতে। তার প্রকাশ পেতে বেশি সময় নেয়নি। কবি সুকুমার রায়ও তাঁর কবিতা গল্পে বিজ্ঞানকে নিয়ে এসেছেন। তাঁর বিখ্যাত ‘আবোল তাবোল’ কাব্য গ্রন্থটি এবারে একশো বছরে পদার্পণ করলো। কবি সুকুমার রায়ের রচিত ‘হযবরল’তে বিজ্ঞানের প্রভাব বিজ্ঞানকে নিয়ে গাওয়া যায়। রস বিজ্ঞানকে তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন। বিজ্ঞানকে নিয়ে যে রসসৃষ্টি করা যেতে পারে তা দক্ষতার সঙ্গে সবাইকে দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন কবি সুকুমার রায়। পিতা সুকুমার রায়ের এই বিজ্ঞানের অসাধারণ দক্ষতা শিশু সত্যজিৎ রায়কে প্রভাবিত করেছিল বলেই তিনি ছবি পরিচালনা করার পাশাপাশি কল্প বিজ্ঞান রচনায় মগ্ন হন। আজকে ভাবতে অবাক লাগে যে একটি ব্যক্তিকে ঈশ্বর কত অসাধারণ শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন এই বাংলায়। সঙ্গীত থেকে শুরু করে গল্প, গোয়েন্দা গল্প, উপন্যাস, কল্প বিজ্ঞান, ছবি অঙ্কন, চলচ্চিত্র সব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তার বিকল্প তৈরি হতে পারেনি কারণ ও। ভবিষ্যত আর তৈরি হতে পারবে বিনা তা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সত্যজিৎ রায় তখন ‘ব্যোমযাত্রী ডায়রি’ লিখছেন তখন আমেরিকাসব সব পাশ্চাত্য দেশে মঙ্গল হা হ অভিযান নিয়ে।নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে।

মঙ্গল গ্রহে মানুষের দেখা মিলতে পারে বলে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মনে করতে শুরু করেছেন। সেই সময়ে কলকাতায় বসে মঙ্গল গ্রহে একটি মঙ্গল যান পাঠিয়ে দিলেন। সেই যানে আরোহী ছিলেন প্রোফেসর শঙ্কু, বিধুশেখর, প্রহ্লাদ এবং নিউটন। প্রহ্লাদ সাতাশ বছর ধরে প্রোফেসর শঙ্কু র সঙ্গে কাজ করছেন। প্রোফেসর শঙ্কুর সঙ্গে কেউই আবার বোদাপি তাঁর কাছে আসেই একটি গান গাইতে শুরু করে দিল-‘ঘণ্টো ঘাঙুং ঝুঁক ঘড়া আর্গাকাহেই করুং খণ্ডা’’বিধুশেখর কি বলতে চায় তা নিয়ে প্রোফেসর শঙ্কু একটি নোট নিলেন। তাতে মনে হ যন্ত্র মানব প্রোফেসর শঙ্কু কিছুদিন আগে একটি গান শুনগুন করে গাই ছিলেন-‘ধন্যদান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’’বিধুশেখরের স্মরণ শক্তি দেশে মুগ্ধ হলেন প্রোফেসর শঙ্কু। তিনি বুঝতে পারলেন বিধুশেখর দ্রুত বাংলা শিখে নিতে পারছে। মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি শঙ্কুর মঙ্গলযান এসে উপস্থিত হল। মঙ্গল গ্রহে প্রাণী রয়েছে সেটা বিশ্বাস করে বেশি বৈজ্ঞানিক শঙ্কু। মাঝে বিধুশেখর একটা পাগলামি করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন শঙ্কু তাকে বিকল করতে তারা কাঁধে রাখা বোতাম টিপে দিতেই সে বিকল হয়ে গেল। মঙ্গলগ্রহে নেমে দেখা গেল সেখানকার গাছপালা পাথর মাটি সবাই নরম রবারের মতো। বেশ দূরে একটি লাল নদী বয়ে চলেছে। সেটা নদী বলে মনেই হয়নি। জলাট দেখলে মনে হবে লাল পেয়ার জেলির মতো। এগুলোকে আকাশ থেকে লাল সুতার মতো দেখায়। ঘাস আর গাছপালা সব নীল। মঙ্গল গ্রহের আকাশের রং নীল। নিউটন লাল জল খেতে শুরু করে দিল। তার দেখাদেশি শঙ্কুরাও লাল জল খেতে শুরু করে। জল তো নয় যেম অমৃত। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীকে দেখলাম মানুষ নয়, জন্তু নয় আবার মাছ নয়। কিন্তু তিনের মধ্যে মিল রয়েছে। লম্বাশর তিন হাত, পা আছে। হাতের বদলে মাছের ডানার মতো। বীরাট মাথা। মুখজোড়া দস্তনহী হাঁ। কটি মাঝখানে একটি বহু সবুজ চোখ। সারা গায়ে মাছের মতো আস। তিস্তিড়ি তিস্তিড়ি তিস্তিড়ি শব্দ করতে করতে মঙ্গলীয় সেনারা আক্রমণ করলো সবাইকে। কোণও রকমভাবে বিকল বিধুশেখরকে মঙ্গলযানে তোলা হল। প্রহ্লাদ এবং নিউটন আগেই মঙ্গলযানে গিয়ে উঠেছিল। প্রোফেসর শঙ্কু। হেলমেট পরানোর সময়ে নিউটন আপত্তি করেছিল। কিন্তু তারপরে মেনে নিয়েছে। এখন সে জিত হবে করে হেলমেটের কাছে জিভ বের করে চেটে চেটে দেখছে। যাত্রীসহ মঙ্গল

যানের ওজন হল ১৫ মন বত্রিশ সের তিন হুটকা। পাঁচ বছরের মতো রসদ রয়েছে মঙ্গল যানে। পোষ্য নিউটনকে একটি fish pill খাইয়ে দিলে সাত দিন নিশ্চিন্ত। প্রহ্লাদের জন্য বটফল রস দিয়ে বটিকা তৈরি করা হয়েছিল। তার নাম দেওয়া হয় ‘ইণ্ডিয়া বটিকা’। এই বটিকা খলে ২৪ ঘণ্টা আর খিদে থাকে না। যন্ত্র মানব বিধুশেখরকে বাংলা শেখানো হচ্ছে। বিধুশেখর বাংলা উচ্চারণ করটা বেশ ভালো করে রপ্ত করা আগেই একটি গান গাইতে শুরু করে দিল-‘ঘণ্টো ঘাঙুং ঝুঁক ঘড়া আর্গাকাহেই করুং খণ্ডা’’বিধুশেখর কি বলতে চায় তা নিয়ে প্রোফেসর শঙ্কু একটি নোট নিলেন। তাতে মনে হ যন্ত্র মানব প্রোফেসর শঙ্কু কিছুদিন আগে একটি গান শুনগুন করে গাই ছিলেন-‘ধন্যদান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’’বিধুশেখরের স্মরণ শক্তি দেশে মুগ্ধ হলেন প্রোফেসর শঙ্কু। তিনি বুঝতে পারলেন বিধুশেখর দ্রুত বাংলা শিখে নিতে পারছে। মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি শঙ্কুর মঙ্গলযান এসে উপস্থিত হল। মঙ্গল গ্রহে প্রাণী রয়েছে সেটা বিশ্বাস করে বেশি বৈজ্ঞানিক শঙ্কু। মাঝে বিধুশেখর একটা পাগলামি করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন শঙ্কু তাকে বিকল করতে তারা কাঁধে রাখা বোতাম টিপে দিতেই সে বিকল হয়ে গেল। মঙ্গলগ্রহে নেমে দেখা গেল সেখানকার গাছপালা পাথর মাটি সবাই নরম রবারের মতো। বেশ দূরে একটি লাল নদী বয়ে চলেছে। সেটা নদী বলে মনেই হয়নি। জলাট দেখলে মনে হবে লাল পেয়ার জেলির মতো। এগুলোকে আকাশ থেকে লাল সুতার মতো দেখায়। ঘাস আর গাছপালা সব নীল। মঙ্গল গ্রহের আকাশের রং নীল। নিউটন লাল জল খেতে শুরু করে দিল। তার দেখাদেশি শঙ্কুরাও লাল জল খেতে শুরু করে। জল তো নয় যেম অমৃত। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীকে দেখলাম মানুষ নয়, জন্তু নয় আবার মাছ নয়। কিন্তু তিনের মধ্যে মিল রয়েছে। লম্বাশর তিন হাত, পা আছে। হাতের বদলে মাছের ডানার মতো। বীরাট মাথা। মুখজোড়া দস্তনহী হাঁ। কটি মাঝখানে একটি বহু সবুজ চোখ। সারা গায়ে মাছের মতো আস। তিস্তিড়ি তিস্তিড়ি তিস্তিড়ি শব্দ করতে করতে মঙ্গলীয় সেনারা আক্রমণ করলো সবাইকে। কোণও রকমভাবে বিকল বিধুশেখরকে মঙ্গলযানে তোলা হল। প্রহ্লাদ এবং নিউটন আগেই মঙ্গলযানে গিয়ে উঠেছিল। প্রোফেসর শঙ্কু। হেলমেট পরানোর সময়ে নিউটন আপত্তি করেছিল। কিন্তু তারপরে মেনে নিয়েছে। এখন সে জিত হবে করে হেলমেটের কাছে জিভ বের করে চেটে চেটে দেখছে। যাত্রীসহ মঙ্গল

তাকে বিকল করতে তারা কাঁধে রাখা বোতাম টিপে দিতেই সে বিকল হয়ে গেল। মঙ্গলগ্রহে নেমে দেখা গেল সেখানকার গাছপালা পাথর মাটি সবাই নরম রবারের মতো। বেশ দূরে একটি লাল নদী বয়ে চলেছে। সেটা নদী বলে মনেই হয়নি। জলাট দেখলে মনে হবে লাল পেয়ার জেলির মতো। এগুলোকে আকাশ থেকে লাল সুতার মতো দেখায়। ঘাস আর গাছপালা সব নীল। মঙ্গল গ্রহের আকাশের রং নীল। নিউটন লাল জল খেতে শুরু করে দিল। তার দেখাদেশি শঙ্কুরাও লাল জল খেতে শুরু করে। জল তো নয় যেম অমৃত। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীকে দেখলাম মানুষ নয়, জন্তু নয় আবার মাছ নয়। কিন্তু তিনের মধ্যে মিল রয়েছে। লম্বাশর তিন হাত, পা আছে। হাতের বদলে মাছের ডানার মতো। বীরাট মাথা। মুখজোড়া দস্তনহী হাঁ। কটি মাঝখানে একটি বহু সবুজ চোখ। সারা গায়ে মাছের মতো আস। তিস্তিড়ি তিস্তিড়ি তিস্তিড়ি শব্দ করতে করতে মঙ্গলীয় সেনারা আক্রমণ করলো সবাইকে। কোণও রকমভাবে বিকল বিধুশেখরকে মঙ্গলযানে তোলা হল। প্রহ্লাদ এবং নিউটন আগেই মঙ্গলযানে গিয়ে উঠেছিল। প্রোফেসর শঙ্কুর মঙ্গল অভিযান নিয়ে ডায়রিটাকে ইচ্ছা ছিল জাদুঘরে রাখার। লেখার কপিটাকে প্রসে দেওয়ার পর দেখতে পাওয়া গেল ডায়রির পাতার কিছু অংশ এবং লাল মলাটের অশেষটা গুঁড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে। ক্ষিপ্রগতিতে ফোরালেন্সে করছে কিছু লাল বুড়ুকু ডেঁয়োঁপাঁপড়ে। এরা পুরো খাতাটা খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। যা সামান্য ছিল তা লেখক সত্যজিৎ রায়ের সন্মানেই খেয়ে শেষ করে দেবে করে দিয়েছে। এই অক্ষয় অবিনশ্বর জিনিসটা কী করে পঁপড়ের খাদ্যে পরিণত হল সেটা লেখক সত্যজিৎ রায় ঠাঠর করতে পারেননি। লেখক বলেছেন যে এর মানে পাঠকেরা বুঝতে পারছে কিনা। তিন রক্ষা পেয়ে যখন রসেট চলতে শুরু করে দিয়েছিল তখন বিধুশেখর বেশ ভালো বাংলায় বলে উঠল -‘গবাক্ষ

পাঠকদের লেখা ‘দাদা ঠাকুর শরৎ পণ্ডিত’

শঙ্করলাল কর্মকার

আজকের দিনে তিনি পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন। অনেকেই বলেন শিরদাঁড়া সোজা বাঙালির তালিকায় দাদাঠাকুর চিরকাল থাকবেন। দৃপ্ত মানুষ, নিজের বিশ্বাসের প্রতি অটুট বিশ্বাস নিয়ে চিরকাল বেঁচে ছিলেন। যে বিয়েতে পাত্রপক্ষ বরপণ গ্রহণ করত সে বিয়েতে দাদাঠাকুর নিমন্ত্রণ পেলেও জলগ্রহণ করতেন না। এই বিয়ের তিনি নাম দিয়েছিলেন ‘বোটা বোটা বিয়ে’।৬ আগস্ট ১৯৬১ তখন তাঁর বয়স আশী অতিক্রান্ত, সেদিন সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন ঘনিস্ত সাহিত্যিক, সম্পাদকের বাড়ি। বলেছিলেন এখনও আট -নয় মাইল হাটিতে পারেন। চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তিনি আজও বাঙালির স্বাক্ষার পাত্র। এমন দৃঢ়তা আর জেদ বাঙালি চরিত্রে দুলভ। কঠোরতা ও কোমলতা দুদিকেই দাদাঠাকুর থাকে পরাভূত করতে পারে নি,এ এক আশ্চর্য পৌরুষ।পূর্ববধু করার জন্য দাদাঠাকুরের বিবাহযোগ্যতা কন্যাকে দেখতে এসেছেন এক ভদ্রলোক। তার দাদিমাওয়া দেখে শরৎ পণ্ডিত স্তম্ভিত। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন ‘মশাই ভাগে স্বর্গে বিস্ফোরিত নাগে পাত্রের পিতা দাদা ঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে আছে। বললেন ; ‘কিসের ভাগ’। বেরিয়ে এসেছিল তেজস্বী,স্পষ্ট বক্তা,রসিক,রসস্রষ্টা মানুষ শরৎ পণ্ডিতের আসল চরিত্র, যিনি কোনওদিন অন্যায় কে সমর্থন করেন নি। পাত্রের পিতাকে যা বলেছিলেন পাত্র বোধধয় সেই ভদ্রলোকের সারাজীবনেও হজম হয় নি কথায় সেই চাবুক। ‘দেবন, আমরা গরীব গেরস্ত লোক,ইলিশ

উদঘাটন করহ’। জানা খুলে দিতে মনে হল সৌর জগত জুড়ে আতসবাজির খেলা হতে শুরু করেছে। এদিকে বিধুশেখর বলতে শুরু করেছে ‘চাফা’। বিধুশেখর জানালো চাফায় সৌরগজতের প্রথম সভা লোকেরা বসবাস করে। চাফায় পৌঁছতে বহু লোক শঙ্কুর দলকে অভ্যর্থনা করলো। অভিকার পিঁপেড়র মতো এদের দেখতে। এরা মানুষ হিসাবে রূপ নিতে বহু বছর লেগে যেতে পারে। এখানে গাছপালা নেই। মাটিতে গর্ত করে বাস করে। প্রোফেসর শঙ্কুর দলকে ভারতের মতো ঘর বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। শুধু ল্যাবরেটরি নেই। প্রহ্লাদ নিউটন ভালো আছে। বিদুশেখরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চাফায় ভালোভাবে বসবাস করছে। একজন ভাগ্যবান সে ডেকে বললাম তোমাদের বৈজ্ঞানিক - টেকজনিকরা কোথায়? তার ওপরে তারা বলল, বিজ্ঞান দিয়ে কী হবে? যেমন আছেন তেমন থাকুন না। আমরা আসবো আপনাদের কাছে। কথাবার্তা শুনবো। রেগে গিয়ে নশির বন্দুকরাট বের করে শঙ্কু তাদের নাকের দিকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলেন।

পরিচালক সত্যজিৎ রায় একটি খাতা পেয়েছিলেন তারকাবাবুর কাছ থেকে। কুড়ি টাকা দিয়ে খাতা কিনে নেন সত্যজিৎ রায়। আদ্যমারিতে ছিল। তখন কিনা হয়েছিল তারন কালির রং ছিল সবুজ। তারপরে দেখা গেল লাল কলি হয়ে গিয়েছে। পকেটে নিচেই সেটা নীল কালিতে পরিণত হল। হাতের কাঁপনিতে খাতাটা পড়ে গিলা পাকি। সত্যজিতের পোষ্য ভুলু সেই খাতাটাকে কামড়ে যেতে গিয়ে কিছুই ছিঁড়তে পারলো না। দেশলাই দিয়ে জ্বালাতে চেষ্টা করলাম কিছুতেই খাতার পাতা পুড়লো না। ওই খাতাতেই লেখা ছিল ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়রি’। প্রোফেসর শঙ্কুর মঙ্গল অভিযান নিয়ে ডায়রিটাকে ইচ্ছা ছিল জাদুঘরে রাখার। লেখার কপিটাকে প্রসে দেওয়ার পর দেখতে পাওয়া গেল ডায়রির পাতার কিছু অংশ এবং লাল মলাটের অশেষটা গুঁড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে। ক্ষিপ্রগতিতে ফোরালেন্সে করছে কিছু লাল বুড়ুকু ডেঁয়োঁপাঁপড়ে। এরা পুরো খাতাটা খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। যা সামান্য ছিল তা লেখক সত্যজিৎ রায়ের সন্মানেই খেয়ে শেষ করে দেবে করে দিয়েছে। এই অক্ষয় অবিনশ্বর জিনিসটা কী করে পঁপড়ের খাদ্যে পরিণত হল সেটা লেখক সত্যজিৎ রায় ঠাঠর করতে পারেননি। লেখক বলেছেন যে এর মানে পাঠকেরা বুঝতে পারছে কিনা। তিন রক্ষা পেয়ে যখন রসেট চলতে শুরু করে দিয়েছিল তখন বিধুশেখর বেশ ভালো বাংলায় বলে উঠল -‘গবাক্ষ

মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগে যোগ দিলেন কপিল দেব

মুম্বই, ২ মেঃ ছ’বছর পরে শুরু হতে চলেছে মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগ। এর আগে ২টি মরসুম হয়েছিল মুম্বই প্রিমিয়ার লিগের। ২০১৯ সালে শেষ সংস্করণ হয়। এই বছর তৃতীয় সংস্করণ হতে চলেছে মুম্বই প্রিমিয়ার লিগের। বহু প্রতীক্ষিত এই লিগের তৃতীয় মরসুমের আগে সোবো মুম্বই ফ্যালকনস টিমের তরফ থেকে একটি ঘোষণায় জানানো হয়েছে যে, চলতি বছরে তাঁদের অফিসিয়াল ব্র্যান্ড আত্মসাঁড়র হিসেবে হলেন

কোন ভূমিকায় তিরাশির বিশ্বজয়ী ক্যাপ্টেন?

কিংবদন্তি ক্রিকেটার কপিল দেব। এই নতুন ভূমিকা নিয়ে ও দল নিয়ে কী বললেন কপিল দেব?



আইপিএল শেষ হওয়ার পরের দিনই অর্থাৎ ২৬ মে শুরু হবে মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগ। এই লিগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। ভারতের অন্যতম পুরো ক্রিকেট আইকন কপিল দেব। তিনি যে দলেই যোগ দিল না কেন, পুরো টুর্নামেন্টেই তাঁর আলোয় আলোকিত হবে। সোবো মুম্বই ফ্যালকনসের আত্মসাঁড়র হয়ে দলের প্রেয়ারদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারেন কপিল দেব। উল্লেখ্য, মুম্বইয়ের সিনিয়র দলের কোচ এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বোলিং কোচ ওমকার সালভিক সোবো মুম্বই ফ্যালকনসের প্রধান কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং ক্রিকেটীয় দক্ষতা রয়েছে ওমকার সালভিক। ক্রিকেট মহল বলছে, তাঁর অভিজ্ঞতা সোবো মুম্বই ফ্যালকনসকে একটি ব্যালান্সড দল তৈরি করতে সাহায্য করবে। দলের ব্র্যান্ড আত্মসাঁড়র হওয়ার পর তিরাশির বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব বলেছেন, “মুম্বই দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের হৃদয় এবং আত্মা। মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগে সোবো মুম্বই ফ্যালকনস যখন তাদের সফল শুরু করছে, সেই সময় আমি পাশে দাঁড়তে পেরে ওমের গর্বিত। ব্র্যান্ড আত্মসাঁড়র হিসেবে আমি দলের তরুণদের পথ দেখাতে এসেছি। মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগ দারুণ একটি প্রায়িকতা। এবং আমার কোনও সন্দেহ নেই যে দলটি লিগে তাদের ছাপ ফেলবে।”

আজ কলিঙ্গ সুপার কাপ দখলের লড়াই ইতিহাসের পথে জামশেদপুর এফসি!

ভুবনেশ্বর, ২ মেঃ জামশেদপুর এফসির প্রথমবারের মতো সুপার কাপ ফাইনালে ওঠার ঐতিহাসিক যাত্রার মূল চাবিকাঠি ছিল দলের মিডফিল্ডের দাপটে পারফরম্যান্স। সেই মাঝমাঠের কাণ্ডারী হিসেবে রেই তালিকাওয়া হয়ে উঠেছেন দলের সাহস ও স্থিরতার প্রতীক। কোচ খালিদ জামিল ম্যাচের আগে যে বার্তা দিয়েছিলেন, নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলো – তা মেনে মস্ত হয়ে আত্মস্থ করেছিলেন এই জাপানি মিডফিল্ডার। রেই বলেন, “ম্যাচের আগে কোচ আমাদের শুধু বলেছিলেন, তোমার স্বাভাবিক খেলা খেলো। হ্যাঁ, কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল, কিন্তু তিনি আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আত্মবিশ্বাস দিয়েছিলেন। ওটাই আমার স্থিরতা ও মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। আমি বিশ্বাস করি, যখন তুমি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো, নিজের খেলার ধারা মেনে চলা, তখন ভালো কিছুই হয়।” এই আত্মবিশ্বাস এবং স্থির মানসিকতার



প্রতিফলন দেখা গেছে সেমিফাইনালে, যেখানে তালিকাওয়া শুধু খেলার হৃদ নির্ধারণী করেননি, বরং ম্যাচের ৮৭তম মিনিটে গোল করে নিশ্চিত করে দেন জামশেদপুরের ফাইনালে জয়গা। তবে গোল করা নয়, বরং দলের সম্মিলিত পারফরম্যান্সকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে তিনি জানান, “গোল করে দারুণ সেনেগেছে, কিন্তু তার থেকেও বেশি গর্বিত দলের পারফরম্যান্সে। আমরা একাধিক সুযোগ তৈরি করেছি, আরও ২-৩টা গোল হতে পারতো। প্রত্যেকে নিজস্বের সেরাটা দিয়েছে,

এবং সেই সম্মিলিত প্রয়াসটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার।” মাঠে নিজের ভূমিকা নিয়ে রেই বলেন, “আমি সবসময়ই চেষ্টা করি মাঝমাঠে জয়গা তৈরি করতে, কারণ এমন কঠিন ম্যাচে মিডফিল্ডই ছিল মূল লড়াইয়ের জায়গা। গরম এবং চীনা খেলার কারণে বলের নিয়ন্ত্রণ এবং খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করা খুব জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি একদিকে ডিফেন্ডারদের সাহায্য করেছি, অন্যদিকে সুযোগ বুঝে এগিয়ে গিয়েছি।” তালিকাওয়ার এই নেতৃত্ব ফলেই জামশেদপুর এফসি তাদের প্রতিপক্ষদের তুলনায় মাঠে আধিপত্য দেখিয়েছে। পাসিং, পজিশনিং এবং ম্যাচ রিভিউয়ের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন কেন তিনি দলের প্রাণকেন্দ্র। ৩ মে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলতে নামবে জামশেদপুর এফসি। ম্যাচের আগে রেই তালিকাওয়া সম্পূর্ণ জানিয়ে দিয়েছেন, দল কোনও অজুহাত দিতে রাজি নয়।



“আমরা জানি, এই ফাইনাল কঠিন হবে। গরম, চীনা ম্যাচ – সবই চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এটা আমাদের শেষ লড়াই, শেষ নাচ এই মরসুমে। আমরা সবকিছু উজাড় করে দেব। কোনও অজুহাত নয়। আমরা একসঙ্গে লড়াই করব, একটাই দল হিসেবে।” এই মানসিকতাই দেখাচ্ছে যেন জামশেদপুর এফসি আশ দেশের খেলা দলগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। একদিকে অভিজ্ঞ কোচ সোবো জামিলের কৌশল, অন্যদিকে রেই তালিকাওয়ার মাঠের মস্তিষ্ক হয়ে ওঠা – এই সংমিশ্রণই তাদের এনে দিয়েছে এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

দ্বিতীয় শিরোপার খোঁজে মানোলোর গোয়া

ভুবনেশ্বর, ২ মেঃ ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে শনিবার এফসি গোয়া তাদের দ্বিতীয় কলিঙ্গ সুপার কাপ ফাইনালে মুখোমুখি হবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) আরেক দল জামশেদপুর এফসি। ২০১৯ সালে চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে এই শিরোপা জয়ী গোয়ারা এবার ইতিহাস গড়তে চায়। সুপার কাপে প্রথম দল হিসেবে একাধিকবার শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে। মানোলো মার্কুয়েজে নেতৃত্বাধীন এফসি গোয়া আইএসএল লিগে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলেও আইএসএল কাপের সেমিফাইনালে বেঙ্গালুরু এফসির কাছে নাটকীয়ভাবে হেরে যায়। এবার তারা তৃতীয়বারের ভাগ্য পরীক্ষায় শিরোপা জয়ের আশায় মাঠে নামবে। তাদের প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি তাদের প্রথম সুপার কাপ শিরোপা জয়ের পাশাপাশি ২০২১-২২ মরসুমে আইএসএল লিগ শিল্ড জয়ের পর দ্বিতীয় শিরোপার স্বপ্ন দেখছে। এফসি গোয়া এই প্রতিযোগিতায় এখনও অপরাজিত। তিনটি ম্যাচেই ৯০ মিনিটের মধ্যে জয় ছিনিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে। প্রতিযোগিতার রাউন্ড অফ ১৬-এ এফসি গোয়ার প্রতিপক্ষ ছিল আই-লিগের দল গোবুলান কোরলা। মার্কুয়েজে দল এই ম্যাচে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। ইকের গ্যুরোটেজেনার হ্যাটট্রিকের সৌজন্যে গোয়া ৩-০ গোলে জয়লাভ করে। ২৪তম মিনিটে একটি পেনাল্টি থেকে গোয়ার স্কোরিং শুরু হয়, এবং মাত্র নয় মিনিট পর গ্যুরোটেজেনা দ্বিতীয় গোলটি করেন। ৭১তম মিনিটে তিনি তার হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন, গোবুলানোর



প্রতিযোগিতায় এখনও অপরাজিত। তিনটি ম্যাচেই ৯০ মিনিটের মধ্যে জয় ছিনিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে। প্রতিযোগিতার রাউন্ড অফ ১৬-এ এফসি গোয়ার প্রতিপক্ষ ছিল আই-লিগের দল গোবুলান কোরলা। মার্কুয়েজে দল এই ম্যাচে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। ইকের গ্যুরোটেজেনার হ্যাটট্রিকের সৌজন্যে গোয়া ৩-০ গোলে জয়লাভ করে। ২৪তম মিনিটে একটি পেনাল্টি থেকে গোয়ার স্কোরিং শুরু হয়, এবং মাত্র নয় মিনিট পর গ্যুরোটেজেনা দ্বিতীয় গোলটি করেন। ৭১তম মিনিটে তিনি তার হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন, গোবুলানোর

প্রতিরোধ ভেঙে গোয়াকে পরবর্তী রাউন্ডে নিয়ে যান। কোয়ার্টার ফাইনালে এফসি গোয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ ছিল আরও কঠিন। পাঞ্জাব এফসি, যারা আগের রাউন্ডে স্বাগতিক ওড়িশা এফসিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল। গোয়ার বিরুদ্ধেও তাদের দাপট দেখানোর পথে ছিল। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর ৫৭তম মিনিটে এজেকুয়েল ভিদাল পাঞ্জাবকে এগিয়ে দেন। পাঞ্জাব এফসি গোয়ার সমতায় ফেরার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে চলছিল। কিন্তু ম্যাচের শেষ মিনিটে বোর্ধা হেরেরা সমতা ফেরান। এরপর স্টপেজ টাইমের তৃতীয় মিনিটে মোহাম্মদ ইয়াসির, যিনি ১২ মিনিট আগে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন, জয়সূচক গোলটি করেন। স্টপেজ টাইমের পঞ্চম মিনিটে পাঞ্জাবের প্রমভীর দ্বিতীয় হলুদ কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়লে গোয়ার জয় নিশ্চিত হয়। সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার সামনে ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ও কাপ জয়ী মোহন বাগান সুপার জয়ান্ট। চার্লিস ব্রাদার্স ও কোরলা ব্লাস্টার্সকে হারিয়ে দুর্দান্ত ফর্ম থাকা মোহন বাগানকে গোয়া প্রথম মিনিট থেকেই চাপে রাখে। ২০তম মিনিটে ব্রিনন ফার্নান্দেস গোল করে গোয়াকে এগিয়ে দেন। তবে তিন মিনিট পরই সুহাইল ভাট মোহন বাগানের হয়ে সমতা ফেরান। দ্বিতীয়ার্ধে গোয়া আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ৫১তম মিনিটে গ্যুরোটেজেনা গোল করে গোয়াকে আবার এগিয়ে দেন, এবং ৫৮তম মিনিটে হেরেরা তৃতীয় গোলটি করেন। এরপর গোয়া ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে রেখে মোহন বাগানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ফাইনালে জয়গা করে নেয়।

মেসি-সুয়ারেজরা কি এমএলএসের বিপদ বাড়াচ্ছেন



ফ্লোরিডা, ২ মেঃ লিওনেল মেসিকে কেন্দ্র করে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) বেশি বয়সীদের মিলনমেলা বসিয়েছে ইন্টার মায়ামি। আর্জেন্টাইন তারকার দলটি নিয়ে এসেছে বার্সেলোনার প্রাক্তন ফুটবলার ব্রুইস স্মুরেজ, জর্জি আলবা ও সের্হিও বুসকেতসকে। এদের সবার বয়সই ৩৫ পেরিয়ে গেছে। ইউরোপ মাতানোর পর যারা অবসর-পরবর্তী সময় কাটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের লিগে খেলছেন। কারিয়ারের সয়াহে থাকা খেলোয়াড় নিয়ে দল সাজালে কেমন হয়, সেটিই দেখতে পাচ্ছেন এমএলএসের দর্শকেরা। আজ ভারতীয় সময় সাংবাদিক কনফারেন্স চ্যাম্পিয়নস কাপের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মেসির মায়ামি ৩-১ গোলে হেরেছে কানাডিয়ান ক্লাব ভানকুভার হোয়াইটক্যাপসের কাছে। তাতে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ গোলে হেরে মহাদেশীয় এই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে মায়ামিকে। এমন বজ্রে অবস্থার জন্য মেসিরেই দুঃখের নেই কেউ। ‘মেসিদের যে মেয়াদ শেষ’-সেটা আকার-ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের প্রাক্তন ডিফেন্ডার ওয়ারেন বার্টন, “ভানকুভার দেখিয়ে দিল মায়ামির দুর্বলতা কোথায়। তারা তো দৌড়াতেই পারে না, টিকমার সঙ্গে সামলাতে পারে না। মেসিদের মতো আর ফর্মও নেই মেসিরও। এই মরসুমে মেজর সকার লিগে এই আর্জেন্টাইনের গোল মাত্র তিনটি। আর সুয়ারেজের একটি। ভানকুভারের সঙ্গে তো সেডিয়ে পেয়ে উঠতে পারেননি মেসি-সুয়ারেজরা। দুই দলের মধ্যে বড় তফাৎটা বয়সের। মায়ামির লিগমিত একাদশে তরুণের চেয়ে বুড়াদের দাপটই বেশি। যেখানে ভানকুভার তরুণের গুরুত্ব দিয়েই দল সাজায়। সর্বশেষ দুই দেখায় দুই দলের গতিতেও তাই বড় হেরফের দেখা যায়। ভানকুভারের কোচ জ্যাসপার সোরেনসেন ম্যাচের পর মায়ামিকে খোঁচা মেরেছেন এভাবে, “আমার মনে হয় এটা বলা ঠিক হবে যে আমাদের একটি তরুণ দল আসিছে এবং এমন একটি দল, যারা দৌড়াতে এবং দাপটের সঙ্গে খেলতেও পারে।” সামনে মায়ামির জন্য আরও কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। জুনে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে খেলতে হবে মেসিদের। সেখানে মিসরের আল আহলি, পর্তুগালের পোর্টো, ব্রাজিলের পালমেইরাসের মতো ক্লাবের মুখোমুখি হতে হবে। যে মায়ামি ভানকুভারের বিপক্ষে দুই ম্যাচে ৫ গোল হজম করে তারা ক্লাব বিশ্বকাপে কেমন করবে, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা। মেসিরা মায়ামিতে আসার পর থেকেই তাঁদের নিয়ে নানা আলোচনা। এমএলএসকে অনেকেই বুড়া খেলোয়াড়দের সময় কাটানোর লিগ হিসেবে গণ্য করেন। সর্বশেষ ক্লাবটির কোচের দায়িত্ব নেন মেসির প্রাক্তন সতীর্থ হাভিয়ার মাতেরানো। তাকে নিয়েও অনেক কথা হয়। কেউ এমএলএসকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ফুটবলারদের লিগ বলেও রসিকতা করেন। এখন মেসি-সুয়ারেজদের কারণে লিগের জেলসু বাল্ডেও তাদের মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার ব্যর্থতার ‘বয়স্ক-পুনর্বাসন কেন্দ্র’ কথাটা এমএলএসের পাশে আরও জেরেকে বসতে পারে। যা লিগের ভবিষ্যৎ বিবেচনায় ক্ষতিকর দিক।

কেরালা নয়! বিপিন সিংকে নিয়ে বাড়তি আগ্রহ লাল-হলুদের



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মেঃ এই মরসুমটা খুব একটা ভালো যায়নি মুম্বই সিটি এফসির। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে কলকাতা ময়াদানের অন্যতম প্রধান মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে ড্র করেই শুরু করতে হয়েছিল টুর্নামেন্টে। পরবর্তী ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। যারফলে জামশেদপুর এফসির পাশাপাশি শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির কাছে ও আটকে যেতে হয়েছিল দলের বানিজ্য নগরীর এই ফুটবল ক্লাবকে। সকলকে হতাশ করে টেবিলের একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল রনবীর কাপুরের ক্লাব। কিন্তু দ্বিতীয় লেগ থেকেই ছন্দে ফিরতে শুরু করে স্ট্রেট টুর্নামেন্টের একাধিক ফুটবল ক্লাব। বিগত বড় ব্যবধানে পরাজিত হতে হলেও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়তে খুব একটা সমস্যা হয়নি লালিয়ানজুয়াল। ছাড়েতে পারে। হায়দরাবাদ এফসির সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে ম্যাচ শেষ করার পর তারা আটকে দিয়েছিল শক্তিশালী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। একটা সময় সেই ম্যাচে দুইটি গোলের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকতে হলেও সমতায় ফিরতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি জন টোরাল থেকে শুরু করে থায়ের ক্রোমাদের। তবুও শেষ ম্যাচে

বেঙ্গালুরু এফসিকে পরাজিত করে সুপার সিঙ্গা নিশ্চিত করে ফেলেছিল স্ট্রেট টুর্নামেন্টের ছেলেরা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। নক আউটে নিজেরেই নিশ্চিত করে ফেললেও, ছিটকে যেতে হয়েছিল প্রথমেই। পাঁচটি গালের ব্যবধানে সেই ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসির কাছে নান্দানাব্দ হতে হয় লালিয়ানজুয়াল। ছাড়েতের। এই হতাশা কাটিয়ে কলিঙ্গ সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য ছিল মুম্বই সিটি। কিন্তু গত কয়েকদিন আগেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছে মুম্বই সিটি এফসি। যারফলে খালি হতেই শেষ হয়ে গেল এবারের সিজন। এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্স ভুলে এখন স্ক্রু কুজি নিয়ে মরসুমের জন্য পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করে দিয়েছে সিটি ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে বেশ কিছু খেলোয়াড়দের বদল করার কথা ও উঠে আসতে শুরু করেছে ব্যাপকভাবে। সেক্ষেত্রে সবার আগে উঠে আসতে শুরু করেছে বিপিন সিংয়ের নাম। মে মাসের শেষেই তাঁর স্ক্রু কুজি শেষ হতে চলেছে আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাবের। সেই সমস্ত দিক মাথায় রেখেই আগামী মরসুমে তাঁকে দলে আনতে আগ্রহী টুর্নামেন্টের একাধিক ফুটবল ক্লাব। বিগত কয়েক মাস ধরেই সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে দক্ষিণের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব কোরলা ব্লাস্টার্সের নাম। তবে বর্তমানে সেই সম্ভাবনা অনেকটাই ক্লিপ হয়ে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে, কলকাতা ময়াদানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গলের খ্যাতি আগ্রহ রয়েছে এই ফুটবলারের উপর। এক প্রস্থ কথাবার্তা নাকি হয়ে গিয়েছে উত্তর ভারত। সব চিঠাক থাকলে লাল-হলুদ জার্সিতে দেখা যেতেই পারে এই ফুটবলারকে।

প্রিমিয়ার লিগে দুর্বল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইউরোপায় দুর্দান্ত, ব্যাখ্যা পাচ্ছেন না কোচও

একই দল তো? ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে দেখে এই খন্দে পড়ে যেতে বাধ্য অনেকেই। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে যে দলটি ইতিহাসের সবচেয়ে বজে সময় কাটাচ্ছে, ইউরোপা লিগে সেই দলই অপ্রতিরোধ্য। অবিশ্বাস্যভাবে আসরের একমাত্র অপরাজিত দল তারা এবং সেই অপরাজেয় ছুটে চলায় দলটি এখন ফাইনালের দুয়ারেও পৌঁছে গেছে। দুই টুর্নামেন্টে কেন এমন দুই রূপ, ব্যাখ্যা নেই কোচ হুবেন আমুরির কাছেও।

ম্যানচেস্টার, ২ মেঃ ইউরোপা লিগের সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে আধলৈতিক বিলবাওয়ের মাঠে বৃহস্পতিবার ৩-০ গোলের জয় পায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তিনটি গোলই গবে প্রথমার্ধে। ৩০তম মিনিটে হারি ম্যাগুইয়ার দারুণ খেলে বানিয়ে দেন বল। মনুয়েল উগার্তের মাথা ছুঁয়ে আসা বলে আবার হেড করে দলকে এগিয়ে দেন ক্যাসিমিরো। মিনিট পাঁচেক পর লাল কার্ড দেখেন বিলবাওয়ের ডিফেন্ডার দানি ভিভিয়ানা। সেখান থেকে পেনাল্টিতে গোল করেন ক্রনো ফের্নান্দেস। ৪৫তম মিনিটে আরেকটি গোলে দলকে আরও এগিয়ে নেন ফের্নান্দেস। দ্বিতীয়ার্ধে আর গোল হয়নি। তবে ইউনাইটেড ফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করেই ফেলেছে। পরের লেগ তো তাদেরই মাঠে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ৩৪ ম্যাচের ১০টি শ্রেফ জিতে পেয়েছে যারা, হেরেছে ১৫টিতে, পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান এখন ১৪, সেই দলটিই ইউরোপা লিগে এখনও পর্যন্ত একমাত্র অপরাজিত দল এবং শিরোপা থেকে মাত্র দুই ধাপ দূরে। এই বছর প্রিমিয়ার লিগে ১৫ ম্যাচে যত গোল করেছে তারা, ইউরোপায় সাত



করা কঠিন। গত কয়েকটি ম্যাচে অবশ্য আমরা উন্নতি করেছি (প্রিমিয়ার লিগে)। আমি শ্রেফ ফলাফল দেখি না। দারুণ কিছু ম্যাচ আমরা জিতেছি, যেগুলোয় ভালো পেলিনি, আবার কিছু ম্যাচে ভালো খেলেও হেরেছি। কখনও ভুগছি। কিছু চোট সমস্যাও সামলাতে হচ্ছে। কখনও কখনও ফুটবলারদের জন্য কাজটা কঠিন। জানি, এসব বুঝে ওঠা কঠিন। তবে মাঝেমধ্যে এটিই ব্যাপার, যেভাবে আমরা সবকিছু দেখি।” উয়েফা কাপ বা ইউরোপা

লিগের নকআউট পরে প্রথম লেগে তিন গোলে এগিয়ে থাকা ১৩৬ ম্যাচের পরিসংখ্যান বলাছে, তারা ছিটকে পড়েনি একবারও। অতি নাটকীয় কিছু না হলে এবারও ইউনাইটেডে ফাইনালে পৌঁছেই গেছে বলা যায়। তবে মরসুমজুড়ে ধারাবাহিক পারফর্ম করতে থাকা ম্যাগুইয়ার এখনই নিশ্চিত থাকতে চান না। “অবশ্যই স্কটটা দারুণ হলো এখানে জিতে এবং তিন গোল করে কোনো গোল হজম না করে। তবে চাপটা সবটুকু এখন আমাদের ওপরই। সবাই আশা করবে, আমরাই ফাইনালে যাব। আমাদেরকে ভালোভাবে তৈরি হতে হবে। যদি তা পারি, তাহলে আমাদের সম্ভাবনা ভালো থাকবে। আমাদের এক পা ফাইনালে, তবে কাজ শেষ হয়নি।” পরের লেগ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আগামী বৃহস্পতিবার। সেদিন ফাইনাল নিশ্চিত করার লড়াইয়ে নামবে টটেনহাম হটস্পারও। তাদের ব্যবহৃতও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতোই। প্রিমিয়ার লিগে টটেনহামের অবস্থা আরও বেশি খারাপ। পয়েন্ট তালিকায় তারা আছে ১৬ নম্বরে। কিন্তু ইউরোপায় সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে ৩-১ গোলে জিতে ফাইনালের পথে এগিয়ে আছে তারাও।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা • ১ মে ২০২৫

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি

- “মন ভালো তো সব ভালো, স্ট্রেস কেবল বিন্দু বিদায়”
- রোবোটিক সার্জারি-ই হাটু প্রতিস্থাপনের আদর্শ সার্জারি
- ডিম্বাশয়ের ক্যানসার
- ক্যানসার চিকিৎসা এবং আধুনিক রেডিওথেরাপি
- মহিলা এবং ক্যানসার - কিছু সত্যতা
- রেডিয়াল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি
- অগ্রাণুবয়স্কদের জীবনে মানসিক চাপ
- মানসিক চাপ
- মানসিক চাপ থেকে মুক্তি
- একাকীত্ব ও মানসিক চাপ

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন